রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ২৯, ২০০২

[৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্‌স্টিটিউশন

তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯/১৯শে মে ২০০২

এস, আর, ও, নং ৯৮/আইন-২০০২—Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (XXXVII of 1985) এর section 37 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্‌স্টিটিউশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্‌স্টিটিউশন কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা নিম্ন বর্ণিত কর্মচারীগণ ব্যতীত ইন্‌স্টিটিউশনের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী ;

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খন্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারী ; এবং

(গ) এমন সকল কর্মচারী, যাহারা এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী ছিলেন, কিন্তু প্রবিধান ৯(১)(খ) এর বিধান অনুসারে অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (XXXVII of 1985) ;

(খ) "অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল" অর্থ কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হইতে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক চাঁদা, তদনুকূলে ইন্‌স্টিটিউশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত চাঁদা এবং উভয় চাঁদার অর্থের সুদ সমন্বয়ে গঠিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ;

(গ) "ইন্‌স্টিটিউশন" অর্থ অধ্যাদেশের Section-3 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্‌স্টিটিউশন :

(ঘ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ প্রবিধানমালার অধীন কোন নিদিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত কোন কর্তৃপক্ষ ;

(ঙ) "কমিটি" অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্‌স্টিটিউশন কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি ;

(চ) "কর্মচারী" অর্থ ইন্‌স্টিটিউশনের কোন কর্মচারী, এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;

(ছ) "কাউন্সিল" অর্থ অধ্যাদেশের Section-7 এর অধীন গঠিত কাউন্সিল ;

(জ) "গণনাযোগ্য চাকুরী" অর্থ এই প্রবিধানমালার প্রবিধান ১৩-তে বর্ণিত গণনাযোগ্য চাকুরী ;

(ঝ) "চাঁদা প্রদানকারী" অর্থ এই প্রবিধানমালা অনুসারে তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোন কর্মচারী ;

(ঞ) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন তফসিল ;

(ট) "তহবিল" অর্থ প্রবিধানমালার প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্‌স্টিটিউশন কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি তহবিল ;

(ঠ) "পরিবার" অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণ এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও পুত্র কন্যাগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী দাবী করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার পাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কমচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না ; এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী এবং পুত্রকন্যাগণ ও তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও পুত্রকন্যাগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা পুত্রকন্যাগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাঁহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোন সুবিধা পাইবার ব্যাপারে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

৩। **তহবিল গঠন।**—(১) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হওয়ার পর কর্মচারীগণকে এই প্রবিধানমালার অধীনে অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রবিধান ৯ (৩) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ ;

(খ) ইনস্টিটিউশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে সময় সময় তহবিলে প্রদত্ত এককালীন মঞ্জুরী ;

(গ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয় ; এবং

(ঘ) অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই প্রবিধানমালার অধীনে প্রদেয় অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হইবে।

৪। **অবসরভাতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন অবসরভাতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) ইনস্টিটিউশনের মহাপরিচালক, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন ;

(খ) ইনস্টিটিউশনের সকল পরিচালক—সদস্য

(গ) কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে দুইজন এবং কর্মচারীগণের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি যাহারা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হইবেন—সদস্য

(ঘ) ইনস্টিটিউশনের উপ-পরিচালক (প্রশাসন), যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন এবং এইরূপ উপ-কমিটির দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৫। **কমিটির কার্যাবলী**।—(১) কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার তত্ত্বাবধান ;

(খ) তহবিলের জন্য প্রয়োজনবোধে ইন্স্টিটিউশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ ;

(গ) প্রবিধান ৬ অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ইন্স্টিটিউশনের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন ;

(চ) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতার ও অন্যান্য সুবিধাদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে যথাশীঘ্র পরিশোধ ; এবং

(ছ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুসঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৬। **তহবিলের অর্থ জমা, বিনিয়োগ ইত্যাদি**।—(১) কমিটি, ইন্স্টিটিউশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিটি তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে বা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতি বৎসর এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি চলতি হিসাবে জমা রাখিতে পারিবে।

(২) কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

৭। **তহবিলের অর্থ ব্যয় ও হিসাব নিরীক্ষা**।—(১) তহবিলের অর্থ অবসরভাতা ও অবসর-জনিত সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

(২) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব ইন্স্টিটিউশনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

৮। **অবসরভাতা পাইবার অধিকার।**—এই প্রবিধানমালা যে সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাঁহারা সকলেই এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুসারে অবসরভাতা ও অবসরজনিত অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

৯। **কতিপয় কর্মচারীর ক্ষেত্রে অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ।**—(১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে চাকুরীরত কোন কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে থাকিলে—

(ক) তিনি উক্তরূপ প্রবর্তনের পরেও চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারেন ; অথবা

(খ) তিনি উক্ত প্রবর্তনের পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকুন বা চাকুরীরত থাকুন, উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশের এক মাসের মধ্যে এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিতভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি এই দফার অধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকারী হইবেন না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) (খ) এর অধীন কোন কর্মচারী অবসরভাতা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১)(খ) অনুসারে অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলে,—

(ক) তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন ;

(খ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে তাঁহার হিসাবে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ তহবিলে জমা হইবে ;

(গ) তিনি অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত চাকুরীকালের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্স্টিটিউশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ এর প্রবিধান ৫১ অনুসারে কোন আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পরবর্তী চাকুরীকালের প্রতিটি আর্থিক বৎসরের বা আংশিক বৎসরের সর্বশেষ দিবসে ইন্স্টিটিউশন উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা করিবে ;

(ঘ) উক্ত কর্মচারীর চাকুরীকাল অবসরভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে ; এবং

(ঙ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত করা হইবে।

১০। **অবসর গ্রহণ**।—প্রবিধান ১১ ও ১২ এর বিধান সাপেক্ষে, একজন কর্মচারী তাঁহার সাতান্ন বৎসর বয়স পূর্তিতে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

১১। **স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ**।—(১) একজন কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যে তারিখ হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে আগ্রহী সেই তারিখের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে তিনি, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নোটিশ প্রদান করা হইলে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখ চূড়ান্ত তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করা যাইবে না।

১২। **ইন্‌স্টিটিউশন কর্তৃক অবসর প্রদান**।—ইনস্টিটিউশন উহার কোন কর্মচারীকে অবসর প্রদান করিতে পারিবে, যদি—

(ক) তিনি পঁচিশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং ইন্‌স্টিটিউশন মনে করে যে, ইন্‌স্টিটিউশনের স্বার্থে তাহাকে অবসর প্রদান করা প্রয়োজন; অথবা

(খ) তাঁহার উপর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শৃংখলাজনিত বিষয়ে কোন বিভাগীয় মামলায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের দন্ড আরোপ করা হয়।

১৩। **গণনাযোগ্য চাকুরী**।—(১) এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকুরীকাল বলিতে ইন্‌স্টিটিউশনের কোন সবেতন, পূর্ণকালীন ও স্থায়ী পদের বিপরীতে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হইয়া চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ বা তাহাকে ইন্‌স্টিটিউশন কর্তৃক অবসর প্রদান বা চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ বা পদ অবলুপ্তি বা মৃত্যুর মাধ্যমে চাকুরী অবসান হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে।

(২) কোন কর্মচারীর বিনা বেতনে ছুটিকাল গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৩) কোন কর্মচারীর বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বের চাকুরীকাল গণনাযোগ্য চাকুরী হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৪) গণনাযোগ্য চাকুরী হিসাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সমাপ্ত পূর্ণ বৎসরকে গণনা করা হইবে এবং বৎসরের ভগ্নাংশকে বর্জন করা হইবে।

১৪। **গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি প্রমার্জন।**—(১) অবসরভাতা মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে, কোন কর্মচারীর প্রয়োজনীয় গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি দেখা দিলে—

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে;

(খ) ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয় এইরূপ সময়ের ঘাটতি ইনস্টিটিউশন কর্তৃক প্রমার্জন করা যাইবে, যদি তিনি—

(অ) চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন; অথবা

(আ) তাঁহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে (যেমন-পঙ্গুত্ব বা পদ অবলুপ্তি) অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে তিনি কমপক্ষে আরও এক বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করিতে পারিতেন; অথবা

(ই) সন্তোষজনক চাকুরী করিয়া থাকেন।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরীতে এক বৎসরের বেশী সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই প্রমার্জন করা হইবে না।

১৫। **অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম গণনাযোগ্য চাকুরী।**—অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য কোন কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকুরীকাল অন্যূন দশ বৎসর হইতে হইবে।

১৬। **ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা।**—কোন কর্মচারী দশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, তাঁহার পদ অবলুপ্ত হইলে এবং তাঁহাকে অন্য কোন সমান বা নিম্নতর পদে নিয়োগ করা না হইলে বা তিনি এইরূপ কোন পদে যোগদান করিতে না চাহিলে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

১৭। **অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা।**— কোন কর্মচারী দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, ইনস্টিটিউশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, ইনস্টিটিউশনের চাকুরীতে কর্মরত থাকাকালে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ফলে উক্ত কর্মচারী স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

১৮। **পারিবারিক অবসর ভাতা।**—(১) কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে, মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারীর অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে তফসিল-১ এ বিধৃত হার অনুসারে তিনি যে অবসরভাতা পাইতেন, তাঁহার পরিবার সেই ভাতার সমপরিমাণে পারিবারিক অবসরভাতা উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর পনর বৎসর পর্যন্ত পাইবেন।

(২) যে কোন প্রকার অবসরভাতা প্রাপ্তি শুরু করিবার পর পনর বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার উক্ত পনর বৎসর মেয়াদের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত উক্ত অবসরভাতার সমপরিমাণ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এবং (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ পুনঃবিবাহ না করিলে এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে উপার্জনে অক্ষম সন্তান সন্ততিগণ, উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হারে আজীবন পারিবারিক অবসরভাতা পাইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ "প্রতিবন্ধি সন্তান" বলিতে বয়স নির্বিশেষে এমন সন্তানকে বুঝাইবে যাহাকে শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিতার কারণে উপার্জনে অক্ষম বলিয়া নিবন্ধিত ডাক্তার প্রত্যয়ন করেন।

১৯। **বিশেষ আনুতোষিক প্রদান।**—এই প্রবিধানমালার ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকুরীকাল দশ বৎসর হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে বা মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার প্রকৃত গণনাযোগ্য চাকুরীকালের জন্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে আনুতোষিক প্রদেয় হইবে।

২০। **অবসরভাতা প্রাপ্তির মেয়াদ।**—প্রবিধান ১৮(১) এর বিধান সাপেক্ষে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অবসরভাতা পাইবেন।

২১। **অবসরভাতার হার।**—কোন কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা, তাঁহার প্রাপ্য সর্বশেষ মূল বেতন (অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ের বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইলে তাহাসহ) এর ভিত্তিতে তফসিল-১ এ বিধৃত গণনাযোগ্য চাকুরীকালের বিপরীতে উল্লিখিত হার অনুসারে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত অবসরভাতা তাঁহাকে মাসে মাসে প্রদান করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর অবসরভাতা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত সীমার উর্ধ্বে হইবে না।

২২। **অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি।**—(১) অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি হিসাবে কোন কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে এক বৎসর ছুটি ভোগ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী সময়ে উহা ভোগ করা যাইবে, তবে এই ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে এক বৎসর বা উক্ত কর্মচারীর আটান্ন বৎসর বয়স সীমা, যাহাই পূর্বে সমাপ্ত হয়, অতিক্রম করিবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন ছুটি ভোগ করাকালে কোন কর্মচারী তাঁহার সর্বশেষ বেতনের হিসাবে ছয় মাসের পূর্ণ বেতন এবং বাকি ছয় মাস উক্ত সর্বশেষ বেতনের অর্ধেক বেতন পাইবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে।

২৩। **অবসরভাতা সমর্পণ।**—(১) কোন কর্মচারী অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি ইচ্ছা করিলে প্রাপ্য অবসরভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত হারে এককালীন থোক টাকা গ্রহণ করিতে পারেন ঃ—

গণনযোগ্য চাকুরীকাল	সমর্পিত প্রতিটি টাকার জন্য প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
(ক) দশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু পনের বৎসরের কম	২৩০ টাকা
(খ) পনের বৎসর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বিশ বৎসরের কম	২১৫ টাকা
(গ) বিশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব	২০০ টাকা

(২) কোন কর্মচারীর পরিবার পারিবারিক অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তাঁহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ব্যতীত পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের প্রাপ্য অবসরভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হারে এককালীন থোক টাকা গ্রহণ করিতে এবং বাকী অর্ধাংশ পারিবারিক অবসরভাতা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অবসরভাতা পাইবার অধিকারী কোন কর্মচারী, ইচ্ছা করিলে উক্ত উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত অবসরভাতার সমর্পণযোগ্য অর্ধাংশের পরবর্তী অর্ধাংশও সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে উহাতে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে থোক টাকা গ্রহণ করিতে পারেন।

২৪। **অবসরভাতা গ্রহণের জন্য মনোনয়ন।**—(১) কোন কর্মচারী এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের—

(ক) সময় চাকুরীরত থাকিলে, উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে; এবং

(খ) পরে চাকুরীতে যোগদান করিলে, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ;

তফসিল ২ এ বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া তাঁহার অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া উক্ত ফরমটি কমিটির নিকট জমা দিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে, মনোনীত ব্যক্তিগণের অংশ নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে, যদি এইরূপ কোন অংশ নির্ধারণ না করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৩) কোন কর্মচারী কমিটির নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া যে কোন সময় উক্ত মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ নোটিশের সহিত একটি নূতন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) মনোনীত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তাঁহার পক্ষে তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করা যাইবে।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়ন জমা না দিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলের অর্থ উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

২৫। **কতিপয় বিধি-নিষেধ**।—(১) কোন কর্মচারী চাকুরীতে ইস্তফা দিলে বা চাকুরী হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, তিনি কোন অবসরভাতা পাইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অদক্ষতার কারণে কোন কর্মচারী অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, বিশেষ বিবেচনায় তাহাকে সহানুভূতিমূলক ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে, যাহার পরিমাণ অক্ষমতাজনিত কারণে তাহাকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হইলে যে পরিমাণ অবসরভাতা পাইতেন সেই পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না।

(২) অবসর গ্রহণের সময় বা অন্য কোনভাবে চাকুরীর অবসানের সময়, কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত কোন বিভাগীয় মামলা বা কোন আদালতে কোন ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন থাকিলে, উক্ত মামলার রায় চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বা তাঁহার পরিবার কোন অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত কোন মামলায় কোন কর্মচারী যদি কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে ইন্‌স্টিটিউশন উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা বা উহার অংশবিশেষ প্রদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) বিভাগীয় মামলায় বা ফৌজদারী আদালতে দায়েরকৃত মামলায় যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবহেলা বা প্রতারণার ফলে ইন্‌স্টিটিউশনের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে ইন্‌স্টিটিউশন তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে প্রদেয় অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি হইতে উক্ত ক্ষতির টাকা আদায় করিতে পারিবে, এবং এইরূপ ক্ষতির টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদান স্থগিত করা যাইবে।

(৫) কোন কর্মচারী একই সময়ে দুইটি অবসরভাতা ভোগ করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত, অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালে বা অবসর গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সুবিধাসম্পন্ন পদে নিয়োগ গ্রহণ করিবেন না এবং এইরূপ নিয়োগ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অবসরভাতা প্রদান করা হইবে না।

(৭) কোন কর্মচারী বা তাঁহার পরিবারকে অবসরভাতা মঞ্জুর করিবার পূর্বে তাঁহার চাকুরীকাল সন্তোষজনক ছিল কিনা তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং উক্ত চাকুরীকাল সন্তোষজনক না হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ তাঁহার বা তাঁহার পরিবারের প্রাপ্ত অবসরভাতার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে কমাইয়া দিতে পারিবে।

২৬। **অর্জিত ছুটি নগদায়ন।**—(১) চাকুরীতে থাকাকালে কোন কর্মচারী তাহার পাওনা অর্জিত ছুটি ভোগ না করিয়া থাকিলে তিনি বা তাঁহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাঁহার পরিবারবর্গ উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত জমাকৃত অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাসের পরিবর্তে তাঁহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের সমান হারে, এককালীন নগদ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য অর্থ অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি শুরু হইবার পূর্বে গ্রহণ করা যাইবে না।

২৭। **অবসরভাতা, ইত্যাদির আবেদন।**—(১) এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার উদ্দেশ্যে, আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে কোন কর্মচারী বা মনোনীত ব্যক্তি অথবা অনুরূপ কোন মনোনয়ন না থাকিলে, তাঁহার পরিবার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি তফসিল-৩ এর প্রথম ভাগে বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ উহা জমা দিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে বিধৃত ফরমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া একই তফসিলের তৃতীয় ভাগে বিধৃত ফরমে প্রার্থীত অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি মঞ্জুর করা হইলে, আবেদনকারীকে উক্ত তফসিলের চতুর্থ ভাগে বিধৃত ফরমে একটি অবসরভাতা বহি প্রদান করা হইবে এবং এই বহিতে প্রতি মাসে প্রদত্ত অবসরভাতা লিপিবদ্ধ করা হইবে ; উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এইরূপ প্রদত্ত অবসরভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ সম্পর্কেও সংরক্ষণ করিবে।

২৮। **অবসরভাতা, ইত্যাদি পরিশোধের স্থান।**—এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাসম্ভব উহার প্রাপক কর্তৃক উল্লিখিত ইন্‌স্টিটিউশনের অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হইবে এবং উক্তরূপ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে অবসর ভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে ইন্‌স্টিটিউশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৯। **প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—অবসরভাতা ও এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরজনিত সুবিধাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইবে এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা দেখা দিলে এতদ্‌বিষয়ে সরকারের কোন সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, ইন্‌স্টিটিউশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩০। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ।**—এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলীর সাপেক্ষে হইবে এবং উভয়ের মধ্যে অসংগতির ক্ষেত্রে উক্ত Act এর বিধান প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল-১

[ধারা ২১ দ্রষ্টব্য]

গণনাযোগ্য চাকুরী		প্রাপ্য অবসরভাতার হার (সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের %)
(ক)	১০ বৎসর	৩২
(খ)	১১ বৎসর	৩৫
(গ)	১২ বৎসর	৩৮
(ঘ)	১৩ বৎসর	৪২
(ঙ)	১৪ বৎসর	৪৫
(চ)	১৫ বৎসর	৪৮
(ছ)	১৬ বৎসর	৫১
(জ)	১৭ বৎসর	৫৪
(ঝ)	১৮ বৎসর	৫৮
(ঞ)	১৯ বৎসর	৬১
(ট)	২০ বৎসর	৬৪
(ঠ)	২১ বৎসর	৬৭
(ড)	২২ বৎসর	৭০
(ঢ)	২৩ বৎসর	৭৪
(ণ)	২৪ বৎসর	৭৭
(ত)	২৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব	৮০

তফসিল-২

[ধারা ২৪ (১) দ্রষ্টব্য]

অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি গ্রহণের জন্য মনোনয়ন পত্র

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা।	কর্মচারীর সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক।	মনোনীত ব্যক্তির বয়স।	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসরভাতার পরিমাণ (শতকরা হারে)।	যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারী কর্মচারীর পূর্বে মারা যান সেক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা, বয়স ও সম্পর্ক (যদি থাকে)।
১	২	৩	৪	৫
১. ২. ৩.				

সাক্ষী ঃ

১। ....

২। ....

কর্মচারীর দস্তখত ঃ

নাম ঃ ....

পদবী ঃ ....

বিভাগ/শাখা ঃ ....

তারিখ...............................

তফসিল-৩

[ধারা ২৭(১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম ভাগ

'ক' অংশ

(অবসরভাতা/অবসরজনিত সুবিধাদির জন্য আবেদনপত্র)

১। কর্মচারীর নাম (স্পষ্টাক্ষরে) :

২। পিতার নাম :

৩। অবসর গ্রহণকালে পদবী ও কর্মস্থল :

৪। জন্ম তারিখ :

৫। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৬। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন :

৭। গণনাযোগ্য চাকুরীকাল :

৮। অবসরভাতা প্রাপ্য হইলে উহার যে পরিমাণ সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক (শতকরা হারে)। :

৯। কর্মচারীর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়া/চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান/বিভাগীয় মামলায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদানের ক্ষেত্রে অবসর কার্যকর হওয়ার তারিখ। :

১০। অর্জিত ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে, প্রাপ্য ছুটির পরিমাণ। :

১১। ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা/অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা/পারিবারিক অবসরভাতার ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে উক্ত ভাতা প্রাপ্য হইয়াছে (অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন)।

১২। কর্মচারী স্বয়ং আবেদনকারী না হইলে—

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :

(খ) কর্মচারীর সহিত আবেদনকারীর সম্পর্ক :

(গ) আবেদনকারী কর্মচারী কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন কিনা (মনোনীত না হইলে প্রাপকগণ প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র দাখিল করিতে হইবে)। :

১৩। ইন্স্টিটিউশনে যে অফিস হইতে অবসরভাতা/ অন্যান্য সুবিধাদির টাকা পাইতে আগ্রহী—

(ক) অবসরভাতা :

(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন থোক টাকা। :

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা :

১৪। পূর্বে অবসরভাতা সম্পর্কিত কোন আবেদন দাখিল করা হইয়াছে কিনা। :

ঘোষণা পত্র :

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য আমার জানামতে সঠিক। আবেদনের সূত্রে যদি কোন অতিরিক্ত অবসরভাতা বা অন্যান্য অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিব।

তারিখ :.................................

....
কর্মচারী/আবেদনকারীর দস্তখত

তফসিল-৩

প্রথম ভাগ

'খ' অংশ

(কর্মচারীর/আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষর ও আঙ্গুলের ছাপ)

আবেদনপত্রের 'ক' অংশে উল্লিখিত অবসরভাতা/অবসরজনিত সুবিধাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি এতদ্বারা আমার নমুনা স্বাক্ষর ও আঙ্গুলের ছাপ নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ—

নমুনা স্বাক্ষর

(১) ....(২)................................(৩)................................

আঙ্গুলের ছাপ,

বৃদ্ধাঙ্গুলি ঃ	তর্জনী ঃ	মধ্যমা ঃ	অনামিকা ঃ	কনিষ্ঠা ঃ

কর্মচারীর/আবেদনকারীর দস্তখত

নাম ঃ ....

তারিখ ঃ ....

সত্যায়িত

উর্দ্ধতন কর্মকর্তার দস্তখত ও সিল

তফসিল-৩

[ধারা ২৭(২) দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় ভাগ

'ক' অংশ

(এই অংশ কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অফিস হইতে পূরণ করা হইবে)

১। কর্মচারীর নাম (স্পষ্টাক্ষরে) :

২। পিতার নাম :

৩। জাতীয়তা :

৪। কর্মচারীর জন্ম তারিখ :

৫। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৬। অবসরভাতা প্রাপ্য হইবার অব্যবহতি পূর্বে কর্মচারীর পদের নাম। :

৭। সনাক্তকরণ চিহ্ন :

৮। আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ :

৯। অবসরভাতা প্রাপ্যতার তারিখ :

১০। গণনাযোগ্য চাকুরীকাল :

১১। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন :

১২। প্রার্থীত অবসরভাতা/অন্যবিধ সুবিধার ধরণ :

১৩। প্রার্থীত মাসিক অবসরভাতার মোট পরিমাণ :

১৪। প্রস্তাবিত সমর্পণের পরিমাণ (শতকরা হারে) :

১৫। প্রাপ্য নীট অবসরভাতার পরিমাণ :

১৬। অবসরভাতা ইত্যাদি পরিশোধের স্থান— :

(ক) অবসরভাতা :

(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন থোক টাকা :

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা :

১৭। কর্মচারীর/আবেদনকারীর সহিত ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা। :

১৮। যে তারিখে অবসরভাতা প্রদেয় হইয়াছে বা হইবে :

....

উর্দ্ধতন কর্মকর্তার দস্তখত ও সিল

তফসিল-৩

[ধারা ২৭(২) দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় ভাগ

'খ' অংশ

(গণনাযোগ্য চাকুরীর হিসাব)

(প্রশাসন শাখা পূরণ করিবে)

চাকুরী, ছুটি ইত্যাদির বর্ণনা	হইতে.................পর্যন্ত.................সময়কাল
(১) চাকুরীর মোট সময়কাল (বিরতি এবং অগণনাযোগ্য চাকুরীকাল, যদি থাকে তাহাসহ)।	
(২) অসাধারণ ছুটি	
(৩) কর্মরত বা ছুটি হিসাবে গণ্য হয় নাই এইরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকার সময়কাল (যদি থাকে)।	
(৪) চাকুরীকালে কোন বিরতি থাকিলে উহার সময়কাল	
(৫) বিরতি মার্জনা না করা হইলে বিরতির পূর্ববর্তী চাকুরীকাল	
(৬) ইস্তফাদানের ফলে বাজেয়াপ্তকৃত চাকুরীকাল	
(৭) অননুমোদিত অনুপস্থিতি	
সর্বমোট চাকুরীকাল	

নীট গণনাযোগ্য চাকুরীকাল..

গণনাযোগ্য চাকুরীতে মার্জনাকৃত ঘাটতি..

সর্বমোট গণনাযোগ্য চাকুরী বৎসর..................মাস..........................দিন.....................

....
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত ও সিল

তফসিল-৩

[ধারা ২৭(২) দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় ভাগ

'গ' অংশ

(অবসরভাতার/অর্জিত ছুটি নগদায়নের হিসাব)

(হিসাব শাখা পূরণ করিবে)

১। প্রাপ্য মোট অবসরভাতার পরিমাণ ....

সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতন

.... টাকার ....

.... (% হারে) ....

.... টাকা

২। শতকরা .... ভাগ ....
সমর্পণের পর নীট অবসরভাতার পরিমাণ।

৩। প্রথম ৫০% সমর্পিত অবসরভাতা ....
এর প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন
থোক টাকার পরিমাণ। ....

৪। পরবর্তী ৫০% সমর্পিত অবসরভাতা এর প্রতি টাকার
বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন থোক টাকার
পরিমাণ। ....

৫। কর্মচারীর অর্জিত ছুটি নগদায়নের হিসাব ঃ

(ক) ছুটির পরিমাণ..

(খ) প্রাপ্য টাকার পরিমাণ......................................

....
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত ও সিল

তফসিল-৩

[ধারা ২৭(২) দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় ভাগ

'ঘ' অংশ

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম .... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক। সুতরাং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে, তাঁহাকে মাসিক নীট অবসরভাতা .... টাকা এককালীন থোক টাকা হিসাবে .... টাকা অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ .... টাকা এতদ্বারা মঞ্জুর করা হইল।

অথবা

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে স্পষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম..এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক নহে এবং সেই কারণে তাহার অবসরভাতা নিম্নবর্ণিত হারে হ্রাস করিয়া, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে, মঞ্জুর করা হইল।

(ক) নীট অবসরভাতার পরিমাণ ....

(খ) এককালীন থোক টাকা ....

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন ....

(ঘ) অবসরভাতা প্রাপ্যতার শুরু হইবার তারিখ ....

....
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দস্তখত ও সিল

তফসিল-৩

[ধারা ২৭(২) দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় ভাগ

'ঙ' অংশ

(এই অংশ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পূরণ করিবে)

১। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য—

(ক) গণনাযোগ্য চাকুরীর পরিমাণ ....

(খ) অবসরভাতার পরিমাণ ....

(গ) এককালীন থোক টাকার পরিমাণ ....

(ঘ) অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর পরিমাণ ....

২। ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত পরিমাণ বা বিবরণী সম্পর্কে প্রশাসন শাখার সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ (যদি থাকে) ....

৩। অবসরভাতা প্রাপ্যতার শুরু হইবার তারিখ ....

....

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত ও সিল

(প্রশাসন শাখা পূরণ করিবে)

১। অবসরভাতার হিসাব নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে,

(ক) উহার হিসাব সঠিক, পরিমাণ ....

(খ) উহার হিসাব সঠিক নহে .... মন্তব্য

....

২। অবসরভাতা/এককালীন থোক টাকা/অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর ইস্যু নম্বর ....

.... তারিখ ....

....

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত ও সিল

তফসিল-৩

[ধারা ২৭(২) দ্রষ্টব্য]

তৃতীয় ভাগ

'ক'

অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রদানের আদেশ

নম্বর.................................. তারিখ :....................

অবসরভাতার শ্রেণী ও উহা মঞ্জুরীর আদেশের তারিখ	গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ চিহ্ন	উচ্চতা মিটার/ সেন্টিমিটার	জন্ম তারিখ	গ্রহণকারীর ঠিকানা	প্রদেয় মাসিক অবসরভাতার পরিমাণ

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এতদ্বারা জনাব/বেগম..
এর অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে—

(ক) নীট অবসরভাতা হিসাবে...টাকা মঞ্জুর করা হইল।

উক্ত অবসরভাতা প্রতিমাস শেষ হইবার পর তাঁহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম...কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(খ) ....টাকা সমর্পণের বিপরীতে.................................টাকা এককালীন মঞ্জুর করা হইল, যাহা এককালীন তাহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম...কে প্রদান করা হইবে।

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ.....................................টাকা মঞ্জুর করা হইল, যাহা তাহাকে মনোনীত ব্যক্তি/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম...কে প্রদান করা হইবে।

....
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দস্তখত ও সিল

তফসিল-৩

[ধারা ২৭(৩) দ্রষ্টব্য]

চতুর্থ ভাগ

অবসরভাতা পরিশোধ বহি

বিএসটিআই

	ছবি	

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ও সর্বশেষ পদবী

অবসর ভাতা গ্রহণকারীর নাম ....

কর্মচারী/অবসরভাতা গ্রহণকারীর ঠিকানা ....

অবসরভাতা প্রাপ্যতা ও অনুমোদনের তারিখ	জন্ম তারিখ	অবসরভাতার প্রকৃতি	মাসিক মোট অবসর-ভাতার পরিমাণ

সূত্র নং ....

তারিখ ঃ ....

পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত ভাবে প্রদান করুন—

জনাব/বেগম ....

নীট অবসরভাতা ....টাকা (কথায়) ....

টাকা যাহা প্রতি মাস শেষ হওয়ার পর ধার পরিশোধযোগ্য এবং সমর্পিত অবসরভাতার বিপরীতে এককালীন .... টাকা প্রদান করুন।

....

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দস্তখত ও সিল

প্রতি

....

....

....

প্রদত্ত অবসরভাতার বৎসর ও মাস	পরিশোধের তারিখ	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	বিতরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
জানুয়ারী/২০				
ফেব্রুয়ারী/২০				
মার্চ/২০				
এপ্রিল/২০				
মে/২০				
জুন/২০				
জুলাই/২০				
আগস্ট/২০				
সেপ্টেম্বর/২০				
অক্টোবর/২০				
নভেম্বর/২০				
ডিসেম্বর/২০				

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন এর আদেশক্রমে

মোঃ লুৎফর রহমান চৌধুরী

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

ঢাকা-১২০৮।

মোঃ সারোয়ারুজ্জামান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।